বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন সংস্কারের পথনির্দেশিকা ২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ:

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান (Tacit Knowledge) সংরক্ষণ, বিনিময় ও ব্যবহারের জন্য সমন্বিত জ্ঞান ব্যবস্থাপনা (TKMS) প্রবর্তন

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। সকলের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিত কল্পে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজে মনোনিবেশ করেছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার

প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা
নির্বাহী পরিচালক (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ
- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ
- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা
- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) একটি রাষ্ট্রায়ত্ত নৌপরিবহন সংস্থা, যা ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ ও দক্ষ নৌবাণিজ্য সেবা প্রদান এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক লেনদেন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত একমাত্র শিপিং সংস্থা হিসেবে'বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু, সুদীর্ঘ ৫৩ বছর অতিক্রান্ত হলেও যথাযথ নীতি ও পদক্ষেপের অভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত একমাত্র শিপিং সংস্থা-বিএসসি তার লক্ষ্যার্জনে পরিপূর্ণ সফল হতে পারেনি। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক শিপিং বাণিজ্যে অংশগ্রহণের কারণে আন্তর্জাতিক সংযোগ বিএসসি'র একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ কারণে বিএসসি সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় নীতিমালার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শিপিং বাণিজ্যের প্রচলিত ও সময়ে সময়ে পরিবর্তিত নীতিমালার সুষম সমন্বয় অতীব জরুরী।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী:

- জাতীয় জাহাজ বহর সংগঠন, পরিচালনা ও সম্প্রসারণ।
- আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সমুদ্র পরিবহন নিশ্চিতকরণ।
- দেশের মেরিন সেক্টরে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা।
- জরুরি পরিস্থিতিতে (যেমন যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ) সরকারের সহায়ক বাহক হিসেবে কাজ করা।
- বিদেশগামী/ রফতানি মুখী বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান।

বর্তমান সক্ষমতা:

- বর্তমানে মোট ৫টি আধুনিক জাহাজ পরিচালনাধীন (৩টি ট্যাংকার ও ২টি কার্গো জাহাজ)।
- শিপিং ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনার সূচনা।
- আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে জাতীয় পতাকাবাহী জাহাজের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের হালনাগাদ SWOT বিশ্লেষণ

Strengths (সবলতা)

১. সরকারি মালিকানা ও সার্বভৌম সমর্থন

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন, নীতিগত সহায়তা ও সুরক্ষা সুবিধা পেয়ে থাকে।

২. জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা হিসেবে মর্যাদা

জরুরি পরিস্থিতি ও যুদ্ধাবস্থায় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ; জাতীয় সম্মান ও কূটনৈতিক গুরুত্ব বহন করে।

৩. সরকারি পণ্য পরিবহনে একচেটিয়া সুবিধা

খাদ্যশস্য, জ্বালানি তেল ও প্রতিরক্ষা সামগ্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি মাল পরিবহনে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

৪. দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি

পঞ্চাশ (৫০) বছরের অধিককাল ধরে শিপিং খাতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

৫. সরকারি প্রকল্প ও অর্থায়নে অগ্রাধিকার

বাজেট বরাদ্দ, বিদেশি সহায়তা ও বিশেষ প্রকল্পে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করে।

Weaknesses (দুর্বলতা)

১. নৌবহরের সীমাবদ্ধতা ও প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা

জাহাজের সংখ্যা কম এবং অনেকগুলো প্রযুক্তিগতভাবে পশ্চাদপদ, যা প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হ্রাস করে।

২. প্রশাসনিক জটিলতা ও ধীরগতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ম্যানুয়াল প্রক্রিয়া, সময়ক্ষেপণ ও স্বচ্ছতার অভাব।

৩. দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি

আধুনিক মেরিটাইম ব্যবস্থাপনা, আইসিটি ও কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন জনবল স্বল্পতা।

৪. আন্তর্জাতিক বাজারে দুর্বল উপস্থিতি

আন্তর্জাতিক শিপিং খাতে বাজার শেয়ার কম; অধিকাংশ কার্যক্রম দেশীয় পণ্যের উপর নির্ভরশীল।

৫. অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা

সম্পদের ব্যবহার কম, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ দুর্বল, এবং সরকার নির্ভরতা বেশি।

Opportunities (সুযোগ)

১. নৌবহর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ

সরকার অনুমোদিত জাহাজ ক্রয় পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক অর্থায়ন (যেমন: চায়না EXIM ব্যাংক, JICA, কোরিয়া EDCF) এর সুযোগ।

২. ডিজিটাল রূপান্তরের সম্ভাবনা

ই-গভর্ন্যান্স, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং- ERP, ই-রিক্রুটমেন্ট ও জাহাজ ট্র্যাকিং বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।

৩. ব্লু ইকোনমি ও নতুন বন্দর প্রকল্প

উপকূলীয় নৌপরিবহন, অফশোর সেবা ও পায়রা-মাতারবাড়ির মতো নতুন বন্দরগুলোর মাধ্যমে সুযোগ সৃষ্টি।

Threats (হুমকি)

১. আন্তর্জাতিক শিপিং বাজারে অস্থিরতা

জ্বালানি মূল্যের পরিবর্তন, ভাড়ার ওঠানামা ও ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা থেকে ক্ষতির ঝুঁকি।

২. বেসরকারি খাতের প্রতিযোগিতা

উন্নত প্রযুক্তি ও সেবা-ভিত্তিক বিদেশি ও দেশি বেসরকারি সংস্থার প্রতিযোগিতা।

৩. দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ

নিয়োগ, ক্রয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাহ্যিক হস্তক্ষেপের ঝুঁকি।

৪. পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP)

দেশি-বিদেশি বেসরকারি শিপিং কোম্পানির সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করার সুযোগ।

৫. ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বাড়ার ফলে জাতীয় ক্যারিয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত নিয়মনীতি

IMO-এর পরিবেশবিষয়ক নীতিমালা অনুসরণে অতিরিক্ত ব্যয়ের সম্ভাবনা।

৫. বন্দর জট ও অভ্যন্তরীণ পরিবহন সমস্যাসমূহ

চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জট এবং মালামাল পরিবহনে সময়ক্ষেপণ শিপিং কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।

নতুন পথরেখার সন্ধানে

উপরে বিবৃত SOWT বিশ্লেষণে প্রাপ্ত সবল দিকসমূহ এবং সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার; পক্ষান্তরে দুর্বল দিক ও সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে সংস্থার ধারাবাহিক উন্নয়নের বিষয় বিবেচনায় রেখে বিএসসি'র মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ ও দক্ষ নৌবাণিজ্য সেবা প্রদান এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক লেনদেন বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের জন্য নীতিমালা, ব্যবসায়িক ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রয়োজন। চারটি ক্যাটাগরিতে বিন্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংস্কার/ উদ্যোগ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. প্র্যাকটিস রিফর্ম

১.১ বিএসসি'র জাহাজ সেবাকে '২৪/৭' অপারেশনাল সার্ভিস ঘোষণা ও বাস্তবায়ন

পটভূমি:

'২৪/৭ অপারেশনাল সার্ভিস ঘোষণা ও বাস্তবায়ন' উদ্যোগটি গ্রহণের লক্ষ্য হলো- বিএসসি'র জাহাজ সেবাকে সার্বক্ষণিক সহজলভ্য করার মাধ্যমে বর্তমান চ্যালেঞ্জ উত্তরণ ও সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে সার্বক্ষণিক জাহাজসেবা প্রদান।

ফলাফল:

সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, সার্বক্ষণিক ও সহজলভ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে নতুন সেবা মানদণ্ড সৃষ্টি।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম ভিত্তিক অপারেশন ইউনিটে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

জিএম (অপারেশন), বিএসসি; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (জাহাজ)'র তত্ত্বাবধানে।

সহযোগী সংস্থা:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; আইএমও; পোর্ট অথরিটি; এবং বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

জাহাজ সেবাকে ২৪/৭ অপারেশনাল সার্ভিস ঘোষণাকৃত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

১.২ Key Performance Indicator-KPI ভিত্তিক মূল্যায়ন কাঠামো চালু

পটভূমি:

'KPI ভিত্তিক মূল্যায়ন কাঠামো চালু' বিএসসি'তে আদর্শ পেশাগত মান ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে বৈশ্বিক মানের পেশাদারীত্ব অর্জনের জন্য আবশ্যকীয়।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র পেশাদারীত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি ও বস্তুনিষ্ঠ কর্মী মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম ভিত্তিক প্ল্যানিং ইউনিটে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

জিএম (প্ল্যানিং), (বিএসসি); নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সংস্থা)'র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

সহযোগী সংস্থা:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

বিএসসি'র প্ল্যানিং ইউনিটে KPI ভিত্তিক মূল্যায়ন কাঠামো চালুকৃত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

১.৩ বিএসসি'তে কর্মরতদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি

পটভূমি:

'কর্মরতদের পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি' উদ্যোগটি গ্রহণের পেছনে রয়েছে বিএসসি'র হতোদ্যম জনবলকে উজ্জীবিত ও যথাযথভাবে প্রণোদিত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

বিশ্বমানের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যকর হবে।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম সদর দপ্তরে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

সচিব, এবং জিএম (এডমিন), বিএসসি। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে।

সহযোগী সংস্থা:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

কর্মরতদের মধ্যে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে অন্ততঃ একজনের পদোন্নতি প্রদানকৃত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

১.৪ মানব সম্পদকে দায়িত্বশীল ও বিবেকবান আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা

পটভূমি:

'দায়িত্বশীলতা ও বিবেকবান আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা' উদ্যোগটি বিএসসি'র বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সর্বস্তরের জনবলকে উদ্বুদ্ধকরণে ফলপ্রসু হবে।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র কর্মী প্রণোদনা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, জনবলের মধ্যে আত্মশক্তির জাগরণ ও সম্ভাবনার নতুন পথ সৃষ্টি।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম সদর সপ্তরে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল); এবং জিএম (এডমিন), বিএসসি, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (জাহাজ)'র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

সহযোগী সংস্থা:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে একজন কর্মকর্তা এবং একজন কর্মচারীকে বাছাই করে কর্মস্বীকৃতি প্রদানকৃত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

১.৫ ক্রু দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রণোদনা ব্যবস্থা

পটভূমি:

ক্রুদের দক্ষতার ঘাটতি এবং কাজের ভিত্তিতে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা না থাকার কারণে কর্মস্পৃহা কমে যাচ্ছে। নিরাপত্তা ঝুঁকিও বাড়ছে।

উদ্দেশ্য:

কর্মদক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও পুরস্কার চালু করে একটি পেশাদার, নিরাপদ ও উৎসাহব্যঞ্জক কর্মপরিবেশ তৈরি।

ফলাফল:

দক্ষতা বৃদ্ধি, দুর্ঘটনার হার হ্রাস, কর্মী সন্তুষ্টি উন্নত হবে।

পাইলটিং:

একটি জাহাজের সম্পূর্ণ ক্রু টিমের স্কিল অডিট ও পারফরম্যান্স ইনসেন্টিভ প্রদান।

বাস্তবায়ন:

BSC'র প্রশাসন বিভাগ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং যুগ্মসচিব (জাহাজ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

সহযোগী সংস্থা:

নৌ-প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NMI) এবং মেরিন একাডেমী।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রাপ্ত জনবলের সংখ্যা।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

২. প্রসেস রিফর্ম

২.১ এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং-ERP ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম অটোমেশন

পটভূমি:

'ERP ভিত্তিক অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম অটোমেশন' উদ্যোগটি গ্রহণের পেছনে রয়েছে বিএসসি'র বর্তমান নাগরিক সেবা, প্রাতিষ্ঠানিক সেবা এবং অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার সময়, ব্যয় এবং যাতায়াতের মাত্রা কমানো।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র সেবা প্রদান পদ্ধতির অটোমেশন নিশ্চিত করে সংস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, কর্মচারীর উপর নির্ভরতা হ্রাস ও সেবার নতুন মানদণ্ড সৃষ্টি।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে সদর দপ্তর চট্টগ্রামে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল), বিএসসি; এবং যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

সহযোগী সংস্থা:

এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

অন্ততঃ একটি সেবা অটোমেশনের মাধ্যমে প্রদানকৃত।

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫ - মার্চ ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

২.২ Predictive Maintenance প্রযুক্তি বাস্তবায়ন

পটভূমি:

'Predictive Maintenance প্রযুক্তি বাস্তবায়ন' উদ্যোগটির লক্ষ্য হলো- বিএসসি'র জাহাজ এবং অন্যান্য মূল্যবান যন্ত্রপাতির গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে উৎপাদনশীলতা এবং যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র কারিগরী দক্ষতার উন্নয়ন নিশ্চিত করে একে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, বিদেশ নির্ভরতা হ্রাস ও ব্যয় সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে একটি জাহাজ ইউনিটে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

যুগ্মসচিব (সংস্থা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; এবং জিএম (প্ল্যানিং), বিএসসি।

সহযোগী সংস্থা:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; এবং বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

অন্ততঃ একটি জাহাজে 'Predictive Maintenance প্রযুক্তি চালুকৃত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

২.৩ e-GP টেন্ডারিং বাধ্যতামূলক করা

পটভূমি:

'e-GP টেন্ডারিং বাধ্যতামূলক করা' উদ্যোগটি গ্রহণের লক্ষ্য- বিএসসি'র বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও ক্রয়কার্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ। সংস্থার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এটি প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

ক্রয়কৃত পণ্য, সেবা ও সার্ভিসের গুণগত মান বৃদ্ধি, এবং মিতব্যায়িতা অর্জন।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে সদর দপ্তর, চট্টগ্রামে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

সচিব, বিএসসি, এবং যুগ্মসচিব (সংস্থা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

সহযোগী সংস্থা:

পরিকল্পনা কমিশন; বিপিপিএ; এবং বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

বিএসসি সদর দপ্তরে e-GP সেবা চালুকৃত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

২.৪ ডিজিটাল ইনভেন্টরি ও স্ক্র্যাপ ব্যবস্থাপনা

পটভূমি:

'ডিজিটাল ইনভেন্টরি ও স্ক্র্যাপ ব্যবস্থাপনা' উদ্যোগটি গ্রহণের পেছনে বিএসসি'র বর্তমান স্ক্র্যাপ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করার প্রতিজ্ঞা নিহিত আছে।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র ব্যবস্থাপনাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, অপচয় হ্রাস ও আয়ের টেকসই উৎস সৃষ্টি।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম ভিত্তিক মেরিন ওয়ার্কশপ ইউনিটে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

যুগ্মসচিব (জাহাজ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; এবং জিএম (ওয়ার্কশপ), বিএসসি।

সহযোগী সংস্থা:

অর্থ বিভাগ; শিল্প মন্ত্রণালয়; বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

'ডিজিটাল ইনভেন্টরি ও স্ক্র্যাপ ব্যবস্থাপনা' চালুকৃত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

২.৫ স্বয়ংক্রিয় SMS/ই-মেইল নোটিফিকেশন ব্যবস্থা

পটভূমি:

'স্বয়ংক্রিয় SMS/ই-মেইল নোটিফিকেশন ব্যবস্থা' উদ্যোগটি গ্রহণের মাধ্যমে বিএসসি'র প্রাতিষ্ঠানিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যযোগাযোগ প্রযুক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

গতিশীল যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং দক্ষতার নতুন আদর্শমান সৃষ্টি।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে সদর দপ্তরের চার্টারিং ইউনিটে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

জিএম (চার্টারিং), বিএসসি; যুগ্মসচিব (সংস্থা) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে।

সহযোগী সংস্থা:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; এটুআই; বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

'স্বয়ংক্রিয় SMS/ইমেইল নোটিফিকেশন ব্যবস্থা' চালুকৃত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

৩.১ স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ব্লু ইকোনমি ইউনিট গঠন

পটভূমি:

ব্লু ইকোনমি বা অফশোর এলএনজি-সেবা নিয়ে গবেষণা ও বিনিয়োগ পরিকল্পনার জন্য BSC-তে আলাদা ইউনিট নেই, ফলে ভবিষ্যৎমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য:

নতুন বিনিয়োগ সম্ভাবনা যাচাই ও কৌশল নির্ধারণের জন্য আলাদা গবেষণা ইউনিট চালু।

ফলাফল:

ভবিষ্যৎমুখী পরিকল্পনা, বিনিয়োগ বৈচিত্র্য, আয় বৃদ্ধি।

পাইলটিং:

এলএনজি পরিবহন সেক্টরের জন্য বিনিয়োগ সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ।

বাস্তবায়ন:

BSC বোর্ড ও গবেষণা শাখা।

সহযোগী সংস্থা:

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

স্ট্র্যাটেজিক ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ব্লু ইকোনমি ইউনিট গঠিত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫-ফেব্রুয়ারি ২০২৬

৩.২ নতুন প্যাসেঞ্জার ও কার্গো জাহাজ সংযোজন

পটভূমি:

'প্যাসেঞ্জার ও কার্গো জাহাজ' না থাকায় বিএসসি'র পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র জাহাজ বহরের বৈচিত্র এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, বিদেশ নির্ভরতা হ্রাস ও আয়ের নতুন উৎস সৃষ্টি।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে একটি প্যাসেঞ্জার জাহাজ ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

সহযোগী সংস্থা:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ইআরডি, পিপিপি কর্তৃপক্ষ; বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

একটি প্যাসেঞ্জার জাহাজ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্নকৃত।

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

৩.৩ বিএসসি'র জাহাজকে সবুজ পরিবহনে রূপান্তর (Green Shipping Transition)

পটভূমি:

IMO ও EU'র সবুজ শিপিং মানদণ্ড পূরণ না করলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ ব্যাহত হচ্ছে। এখনই LNG ও হাইব্রিড ইঞ্জিনে রূপান্তর প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

কম-কার্বন প্রযুক্তির মাধ্যমে জাহাজকে পরিবেশবান্ধব করা এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ সনদ অর্জন।

ফলাফল:

কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, পরিবেশ সনদপ্রাপ্তি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণ।

পাইলটিং:

একটি জাহাজে LNG-ভিত্তিক হাইব্রিড ইঞ্জিন ইনস্টল

বাস্তবায়ন:

BSC'র প্রকৌশল বিভাগ।

সহযোগী সংস্থা:

পরিবেশ অধিদপ্তর, GIZ

মূল্যায়ন নির্দেশক:

একটি জাহাজে LNG-ভিত্তিক হাইব্রিড ইঞ্জিন ইনস্টলকৃত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৬

৩.৪ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-AI-চালিত গ্রাহক সহায়তা প্ল্যাটফর্ম

পটভূমি:

'AI-চালিত গ্রাহক সহায়তা প্ল্যাটফর্ম গঠন' উদ্যোগটি বিএসসি'র বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি ও পুরাতন প্রযুক্তি নির্ভরতা হ্রাস।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে সদর দপ্তরে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

সহযোগী সংস্থা:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বেসরকারি অংশীদার (যদি প্রযোজ্য)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

AI-চালিত গ্রাহক সহায়তা প্ল্যাটফর্ম গঠিত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

৩.৫ গ্রাহক সন্তুষ্টি জরিপ কাঠামো চালু

পটভূমি:

'গ্রাহক সন্তুষ্টি জরিপ কাঠামো চালু' মাধ্যমে বিএসসি'র বর্তমান সেবার মানসম্পর্কে সেবাগ্রহীতা পক্ষের সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই করার মাধ্যমে ৩৬০ ডিগ্রী মূল্যায়ন।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, কাস্টমার এপ্রোচ এর প্রসার ও গ্রাহক সন্তুষ্টি।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম ভিত্তিক ইউনিটে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

জিএম (অর্থ ও হিসাব), বিএসসি; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

সহযোগী সংস্থা:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, অডিট অথরিটি, বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

গ্রাহক সন্তুষ্টি জরিপ কাঠামো চালুকৃত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

৪. পলিসি রিফর্ম

৪.১ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড IMO পূরণে শিপিং নীতি হালনাগাদকরণ

পটভূমি:

আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা (IMO)'র মানদণ্ড মানা এখন বাধ্যতামূলক। কিন্তু বিএসসি'র সকল জাহাজ এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়, ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে এবং পরিবেশ-সম্পর্কিত জরিমানার ঝুঁকি বাড়ছে।

উদ্দেশ্য:

IMO'র মানদণ্ড পূরণ করে আন্তর্জাতিক শিপিং বাজারে প্রবেশাধিকার ও পরিবেশবান্ধব শিপিং নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

জরিমানামুক্ত ও পরিবেশবান্ধব পরিবহন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও নৌ বাণিজ্য সম্প্রসারণ।

পাইলটিং:

একটি কার্গো জাহাজে IMO নির্ধারিত এমিশন কন্ট্রোল ডিভাইস ইনস্টল ও মনিটরিং।

বাস্তবায়ন:

যুগ্মসচিব (জাহাজ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; এবং জিএম (অপারেশন), বিএসসি।

সহযোগী সংস্থা:

সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর; এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

এমিশন কন্ট্রোল ডিভাইস ইনস্টলকৃত ও ফাংশনাল।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬

৪.২ বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ বাস্তবায়ন

পটভূমি:

'বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ বাস্তবায়ন' উদ্যোগটি গ্রহণের পেছনে বিএসসি'র বর্তমান চ্যালেঞ্জ উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের বিষয়টি সম্পৃক্ত। সংস্থার কার্যক্ষমতা ও পরিসর বৃদ্ধির জন্য এটি প্রয়োজনীয়।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে একে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, বিদেশ নির্ভরতা হ্রাস ও আয়ের নতুন নতুন উৎস সৃষ্টি।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম সদর দপ্তরে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

যুগ্মসচিব (জাহাজ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, এবং সচিব, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)।

সহযোগী সংস্থা:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, এবং বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

'বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন' বাস্তবায়ন প্রমাণক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছাড়পত্রের কপি।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৬

৪.৩ নতুন আন্তর্জাতিক রুটে জাহাজ চলাচল সেবা সম্প্রসারণ

পটভূমি:

'নতুন আন্তর্জাতিক রুটে সেবা সম্প্রসারণ' উদ্যোগটি গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো বিএসসি'র বর্তমান জাহাজ বহরের পরিধি ও পরিসর বৃদ্ধি করা। তা না হলে এর বাণিজ্যিক সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবেনা।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

সেবার গুণগত ও পরিমাণগত মান বৃদ্ধি ও সংস্থার নিজস্ব বহরের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতি।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে একটি নতুন রুটে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, এবং নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), বিএসসি।

সহযোগী সংস্থা:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বেসরকারি অংশীদার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

একটি নতুন রুটে জাহাজ পরিচালন সেবা চালু/বন্ধ রুটে সেবা পুনরায় চালুকৃত।

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫ - মার্চ ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

৪.৪ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯৭ সংশোধন

পটভূমি:

'প্রবিধানমালা সংস্কার' উদ্যোগটি গ্রহণের ক্ষেত্রে বিএসসি'র অদক্ষতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও বাস্তবমুখী নিয়োগ-পদোন্নতি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টির বিষয়টি মূল বিবেচ্য। অন্যথায় কর্মী প্রণোদনা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন নিশ্চিত করে একে দক্ষতার আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, সময়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সক্ষম জনবল প্রাপ্তি ও আয়ের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে বিএসসি'র সদর দপ্তরে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; এবং সচিব, বিএসসি।

সহযোগী সংস্থা:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

নতুন প্রবিধানমালার আওতায় দু'জন জনবল নিয়োগকৃত এবং দু'জনের পদোন্নতি প্রদানকৃত।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ - ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

৪.৫ লভ্যাংশ হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহভাতা প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন

পটভূমি:

'লভ্যাংশ হতে উৎসাহভাতা প্রদান নীতিমালা প্রণয়ন' উদ্যোগটি গ্রহণের পেছনে রয়েছে বিএসসি'র কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যার্জন, প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মরত মানবসম্পদের মমত্ববোধ বৃদ্ধি।

উদ্দেশ্য:

বিএসসি'র কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে কর্মীদের প্রেষণা উন্নীতকরণ।

ফলাফল:

সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, কর্মীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

পাইলটিং:

প্রাথমিকভাবে সদর দপ্তর, চট্টগ্রামে সীমিত পরিসরে বাস্তবায়ন।

বাস্তবায়ন:

অতিরিক্ত সচিব (বন্দর), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; এবং নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), বিএসসি।

সহযোগী সংস্থা:

অর্থ মন্ত্রণালয়; চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ।

মূল্যায়ন নির্দেশক:

উৎসাহভাতা প্রদান নীতিমালা প্রণীত ও জারীকৃত।

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫ - মার্চ ২০২৬ (৬ মাস মেয়াদী)

অন্যান্য উদ্যোগসমূহ

অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালুকরণ

2. আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ও এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম
3. জমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজেশন
4. দেশি-বিদেশি এজেন্সি সেবা সম্প্রসারণ
5. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ ও ব্র্যান্ডিং
6. অনলাইন ভিত্তিক মানবসম্পদ ও সাপ্লাইচেইন ম্যানেজমেন্ট
7. প্রশিক্ষণ ও প্রমোশন নীতির সমন্বিত সংস্কার
8. বিএসসি'র জাহাজী কর্মচারী প্রবিধানমালা সংস্কার

পাইলট উদ্যোগ:
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ব্যবস্থাপনা

সেপ্টেম্বর ২০২৫ - মার্চ ২০২৬

কর্মসূচির শিরোনাম

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান (Tacit Knowledge) সংরক্ষণ, বিনিময় ও ব্যবহারের জন্য সমন্বিত জ্ঞান ব্যবস্থাপনা (TKMS) প্রবর্তন।

পটভূমি:

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন দেশের একমাত্র সরকারি শিপিং সংস্থা, যার অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণ অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, বা Tacit Knowledge বিদ্যমান। এই জ্ঞান কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা, ক্রুদের সমুদ্রযাত্রা, সংকট মোকাবেলা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, এবং অপারেশনাল দক্ষতা থেকে সংগৃহীত। বর্তমানে এই জ্ঞান ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ থেকে হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

- বিএসসি'র ভেতরে বিদ্যমান অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের মাধ্যমে সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি।
- প্রজন্মান্তরে জ্ঞান হস্তান্তর নিশ্চিত করা।
- সংকট মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মান উন্নত করা।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ:

ধাপ ১: প্রস্তুতি ও নীতি প্রণয়ন (সেপ্টেম্বর ২০২৫)

- TKMS বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা ও গাইডলাইন তৈরি।
- Tacit Knowledge-এর সংজ্ঞা, উৎস, প্রকারভেদ ও সংগ্রহের মাধ্যম আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন।
- একটি জ্ঞান ব্যবস্থাপনা টাস্কফোর্স গঠন (সদর দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস, জাহাজ, ক্রু, পার্টনার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত)।

ধাপ ২: জ্ঞান সংগ্রহ কাঠামো তৈরী (অক্টোবর ২০২৫)

- উৎসভিত্তিক জ্ঞান তালিকা (Stakeholder Map) তৈরি:
- সদর দপ্তরের কর্মকর্তা
- ডিজিএম, আঞ্চলিক অফিস (ঢাকা ও খুলনা)
- জাহাজের ক্যাপ্টেন, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার
- ক্রু, আউটসোর্স কর্মী

বিজনেস পার্টনার, ব্রোকার হাউস, উন্নয়ন সহযোগী।

প্রকারভেদ অনুযায়ী জ্ঞানের শ্রেণিবিন্যাস মডিউল তৈরী (সংকট মোকাবেলা, নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি)।

সংগ্রহের মাধ্যম (অডিও, ভিডিও, ইন্টারভিউ, কেস স্টাডি ইত্যাদি) স্ট্যান্ডার্ডাইজড করা।

৩: ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন (নভেম্বর – ডিসেম্বর ২০২৫)

কটি ক্লাউড-ভিত্তিক TKMS সফটওয়্যার বা ইন্ট্রানেট পোর্টাল তৈরি:

মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট সংরক্ষণ

কীওয়ার্ড-ভিত্তিক অনুসন্ধান

নিরাপদ লগইন ও অ্যাক্সেস কন্ট্রোল

মোবাইল অ্যাপ সাপোর্ট।

ডেটা ব্যাকআপ এবং সাইবার সিকিউরিটি প্রটোকল যুক্ত করা।

ধাপ ৪: পাইলট বাস্তবায়ন (জানুয়ারি ২০২৬)

একটি পাইলট প্রকল্প সদর দপ্তর, ঢাকা আঞ্চলিক অফিস এবং দুটি জাহাজে চালু।

নির্দিষ্ট জ্ঞান ক্যাটাগরি (যেমন "সমুদ্র সংকট মোকাবেলা")তে পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ, ডকুমেন্টেশন ও আপলোড।

ধাপ ৫: প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা (জানুয়ারি – ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

কর্মকর্তাদের জন্য Tacit Knowledge Collection & Documentation Training আয়োজন।

জাহাজ ক্রুদের জন্য অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং ও নিরাপত্তা বিষয়ক জ্ঞান শেয়ারিং প্রশিক্ষণ।

অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে Wisdom Sharing Workshop।

ধাপ ৬: পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন (মার্চ ২০২৬)

পাইলটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে সকল ইউনিটে TKMS চালু।

জ্ঞান আপডেট চক্র নির্ধারণ (ত্রৈমাসিক/অর্ধ-বার্ষিক)।

KPI: সংগৃহীত জ্ঞানের পরিমাণ, ব্যবহার হার, সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি সংরক্ষণ – অবসর বা পদত্যাগের পরও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান হারাবে না।
দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ – সংকটকালে পূর্বের অভিজ্ঞতা রেফারেন্স হিসেবে পাওয়া যাবে।
প্রশিক্ষণ খরচ হ্রাস – নবীন কর্মকর্তারা অভিজ্ঞদের রেকর্ডকৃত জ্ঞান ব্যবহার করতে পারবেন।
সংগঠনগত সংস্কৃতি উন্নয়ন – জ্ঞান বিনিময়ের ইতিবাচক প্রবণতা বৃদ্ধি।

সম্ভাব্য অংশীদার:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
IMO ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক শিপিং সংস্থা।

পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্সের ব্যবহার:

১. মানবসম্পদ:
- অভ্যন্তরীণ জনবল (আইটি, অফিসার, ক্রু)
- বিশেষজ্ঞ নিয়োগ
- অবসরপ্রাপ্তদের অভিজ্ঞতা

২. আর্থিক সম্পদ:
- বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ
- উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তা
- CSR ফান্ড
- প্রকল্পভিত্তিক অর্থায়ন

৩. প্রযুক্তিগত সম্পদ:
- TKMS সফটওয়্যার
- হার্ডওয়্যার ও সার্ভার
- সাইবার সিকিউরিটি
- মোবাইল অ্যাপ

৪. অংশীদারিত্ব:
- সরকারি সংস্থা
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান
- আন্তর্জাতিক সংস্থা
- মিডিয়া পার্টনার

৫. সক্ষমতা বৃদ্ধি:
- প্রশিক্ষণ কর্মশালা
- অনলাইন লার্নিং
- পাইলট টেস্টিং ও ফিডব্যাক

৬. মনিটরিং ও মূল্যায়ন:
- KPI নির্ধারণ
- ত্রৈমাসিক অডিট
- বার্ষিক রিপোর্ট।

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি টেকসইকরণ:

নীতি অনুমোদন ও স্টেকহোল্ডার সম্পৃক্ততা
নিরবচ্ছিন্ন বাজেট ও বিকল্প অর্থায়ন
সচেতনতা ও ইনসেন্টিভ প্রোগ্রাম
KPI ভিত্তিক মনিটরিং
ধাপে ধাপে সম্প্রসারণ
SOP'তে অন্তর্ভুক্তি ও ডিজিটাল আপগ্রেডেশন।

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

Preparing RIOs with necessary Knowledge, Skills & Attitude (KSA)

01 Problem Identification through Root Cause Analysis

02 Codifying Own Org. Reform (Policy, Practice, Process & Structure) Agenda

03 Identifying Policy Options to Resolve the Problems

04 Engaging Stakeholders, Analyzing SWOT, Mapping Risk, Buy-in & Managing Change

05 Undertaking Pilot Project as Action Plans

06 Evaluating Skill & Entrepreneurship Dev. & Employment Generation Strategy under Policy Coherence

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন